গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটউট

মানিক মিয়া এভিনউ, ঢাকা-১২০৭।

পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসল চাষে প্রতি পক্ষে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য (২৫ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত)

জমি নির্বাচন

- পাট বোনার মৌসুম শুরু হলে, প্রথমেই জমি নির্বাচনের পালা। দো-আঁশ মাটিতে পাট ভাল হয়। পাট পচানোর জন্য পর্যান্ত পানি কাছাকাছি পাওয়া যায় এমন জমিতে পাটের আবাদ করুন। একই জমিতে প্রতি বছর পাট চাষ না করাই ভাল। সম্ভব হলে ধান অথবা আখের সংগে পর্যায়ক্রমে আবাদ করুন।
- ফাল্গুন মাসের একেবারে শেষ দিকে তোষা পাটের শুধু ফাল্গুনী তোষা (ও-৯৮৯৭) সহ তোষা পাটের যে কোন জাত যেমন বিজেআরআই তোষা পাট-৫, বিজেআরআই তোষা পাট-৬, বিজেআরআই তোষা পাট-৭, বিজেআরআই তোষা পাট-৮ ইত্যাদি বপন করা যায়, কেননা সময় মতো বপন করলে অকাল ফুল আসা থেকে মুক্ত থাকা যায়। অন্যান্য দেশী জাত চৈত্র মাসের ২য় সপ্তাহ বা মাঝামাঝির পূর্বে অর্থাৎ এপ্রিল মাস পুরোটাতেই এবং তবে তোষা জাত ২৫ মার্চ এর পূর্বে বপন করা ঠিক না, পূর্বে বপন করলে ছোট গাছে অকাল ফুল হয়ে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- নীচু অথবা মধ্যম-নীচু জমিতে বন্যার ভয় থাকলে সেখানে দেশী জাতের পাট যেমন সিভিএল-১, বিজেআরআই দেশী পাট-৫, বিজেআরআই দেশী পাট-৬ ইত্যাদি দেশী পাটজাত গুলো বপন করুন।

জমি চাষ/তৈরী

- পাটের বীজ খুব ছোট বলে পাট ফসলের জমি মিহি করে চাষ দিতে হয়। জমি গভীরভাবে উত্তমরূপে চাষ করূন। মাটির বড় ঢিলাগুলো ভেংগে মাটি মিহি ও হাল্কা করুন এবং জমিতে আগাছা ও অন্য ফসলের শিকড় থাকলে তা পুড়িয়ে ফেলুন।
- পাট গাছ চারমাস ব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং ৩-৫ মিটার উচু হয় বলে এব জন্য জমি গভীর করে চাষ দেওয়া প্রয়োজন। এর জন্য মোল্ড বোর্ড প্লাউ এর সাহায্যে জমি চাষ দেয়া উচিত। এপাশ-ওপাশ করে ৫-৬ বা প্রয়োজনে তারও অধিক বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাষ দেয়া হয়। পাট চোষের জন্য খরচ কমাতে হলে যে সকল জমিতে আলু বা সবজি করা হয় সে সকল জমিতে একবার চাষ করে মই দিয়ে পাট বীজ বপন করেও ভাল ফসল পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এসব জমিতে আগাছা নির্মুল জনিত খরচ কম হয়।

সার প্রয়োগ

- যে কোন ফসলের মত পাট ফসলেও যথোপযুক্ত সার পরিমিত মাত্রায় উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করে আঁশের ফলন ও মান যথেষ্ট বাড়ানো সম্ভব। পাট গাছের দৈহিক বৃদ্ধি এবং আঁশের ফলন বাড়ানোর ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন হচেছ সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ মৌল। ফসফরাস ও পটাশিয়ামের ভুমিকা নাইট্রোজেনের মত নাটককীয় না হলেও এদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ফসফরাস ভুশয়ান অবস্থাকে প্রতিরোধ করে, আঁশের মান উন্নত করে এবং নাইট্রোজেন সদ্ব্যবহারের উপযুক্ততাকে বাড়িয়ে দেয়। আরও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, ফসফেট (টিএসপি হিসাবে) এবং পটাশ (মিউরেট অব পটাশ হিসাবে) সারের একবার প্রয়োগ এবং নাইট্রোজেন দুবার পৃথক প্রয়োগ পাট চাষের জন্য যথেষ্ট অর্থকরী এবং সাফল্যজনক। বাংলাদেশের অনেক পাট চাষের জমি সালফার এবং জিঙ্ক নুন্যতায় রয়েছে। সে সব জমিতে সাথফার ও জিঙ্ক প্রয়োগ করে ফল পাওয়া যায়।
- প্রকৃত পক্ষে স্থান ভিত্তিক জমির উর্বর্তা শক্তি এবং কোন কোন মৌলের অধিক প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করে সার

ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ করাটা বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু কৃষক পর্যায়ে অথবা আঞ্চলিক কেন্দ্র সমুহ পর্যায়ে কোন মাটি বিশ্লেষণকারী সুযোগ-সুবিধাদি নাথাকায় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি পরীক্ষা করে এবং আঞ্চলিক কেন্দ্র সমুহে পরীক্ষণ স্থাপন করে, বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাট চাষের জমির জন্য একটি সাধারণ সার মাত্রা অনুমোদন করেছে।

পাট আঁশ উৎপাদনে জাত ভেদে জৈব ও রাসায়নিক সার

প্রয়োগের পরিমাণ এবং সময় (মধ্যম মৃত্তিকা উর্বরতায় এবং মধ্যম উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রয় (কেজি/হেক্টর)

দেশী / তোষা জাত	শুকনো গোবর সারের পরিমাণ	প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের মাত্রা এবং প্রয়োগের সময়					
	বপনের ২-৩ সপ্তাহ পুর্বে	ইউরিয়া		টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
		বপনের দিন	বপনের ৪৫ দিন	বপনের দিন			
সিভিএল-১, বিজেআরআই দেশী পাট-৬, বিজেআরআই দেশী পাট-৭	*	৮৩	৮৩	২৫	৩০	৪৫	১১
ও-৯৮৯৭ (তোষা জাত), বিজেআরআই তোষা পাট-৭, বিজেআরআই তোষা পাট-৮	*	১০০	১০০	৫০	৬০	৯৫	১১
সিভিএল-১, বিজেআরআই দেশী পাট-৬, বিজেআরআই দেশী পাট-৭	৫০০০	২৭	৮৮	-	-	-	-
ও-৯৮৯৭ (তোষা জাত), বিজেআরআই তোষা পাট-৭, বিজেআরআই তোষা পাট-৮	৫০০০	৪৫	১০০	-	১০	৫০	-

* গোবর সার ব্যবহার না করা অবস্থায়

- মেস্তা এইচএস-২৪ এবং কেনাফ এইচসি-৯৫ জাতের জন্য হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৫৫ কেজি ইউরিয়া জমি তৈরীর সময়, ৫৫ কেজি ইউরিয়া বপনের ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ, ২৫ কেজি টিএসপি এবং ৬৬ কেজি ইউরিয়া জমি তৈরীর সময়, ৬৬ কেজি ইউরিয়া বপনের ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ, ২৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমপি সার মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে গন্ধক (সালফার) ও দস্তা (জিংক) অভাব অনুভূত না হলে জিপসাম ও জিংক সালফেট ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

- গোবর সার অবশ্যই বীজ বপনের ২-৩ সপ্তাহ পুর্বে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে
- প্রয়োগকৃত গোবর সার চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।
- বীজ বপনের দিন প্রয়োজনীয় পরিমাণের ইউরিয়া, টিএসপি,এমপি,জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার জমিতে শেষ চাষে প্রয়োগ করে মই দিয়ে মাটির সাথে ভাব করে মিশিয়ে দিতে হবে।
- দ্বিতীয় কিস্তি (৪৫ দিনে) ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটিতে পর্যপ্ত পরিমাণ রস থাকে।
- দ্বিতীয় কিস্তি প্রয়োজনীয় পরিমাণের ইউরিয়া সার কিছু শুকনা মাটির সাথে মিশিয়েজমিতে প্রয়োগ করা ভাল।
- প্রয়োগক্রত ইউরিয়া সার হো যনেএর সাহায্যে অথবা প্রচলিত নিড়ানীর সাহাযো ভাল করে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রয়োগকৃত সার গাছের কচি পাতায় এবং ডগায় না লাগে।

উড়চুংগা পোকা দমন

- যে সব জমিতে প্রতি বছর উড়চুংগার আক্রমণ হয়ে থাকে যে সব জমিতে বীজের পরিমান বাড়িয়ে বপন করতে হবে। কারণ জমিতে যথেষ্ট পরিমান চারাগাছ থাকার দরুন উড়চুংগা পোকা কিছু গাছ কেটে ফেললেও ক্ষতি পুষিয়ে যাবে। কোন কোন মৌসুমে দেরীতে পাট বপন করা হলে উড়চুংগা আক্রমণ কম হয় খরার মৌসুমে চারা পাট ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা করলে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তাছাড়া সন্ধ্যার সময় মাঠে আগুন জ্বালিয়ে রাখলে আগুন উড়চুংগা পোকাকে আকর্ষণ করবে, ফলে পোকা মারা যাবে। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর পরামর্শ মতে অনুমোদিত হারে কীটনাশক ঔষধ পানিতে মিশিয়ে প্রতি উড়চুংগার গর্তে ০.২৫ কেজি ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা

- বপনের পূর্বে বীজ পরীক্ষা করে নিতে হবে। একটি মাটি বা টিনের পাত্রে এক টুকরা ভিজা কাপড়ের উপর ১০০ বা ২০০টি বীজ ছড়িয়ে দিয়ে অপর একটি পাত্র দিয়ে ঢেকে এই পরীক্ষা করতে পারেন। যদি শতকরা আশিটি বীজ গজায় তবে সে বীজ নিঃসংকোচে বপন করতে পারেন। অংকুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগের কম হলে বপনের সময় বীজের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়িয়ে দিতে হবে। তবে ৭০ ভাগ বা তার নীচে গজালে সে বিজ বপনের উপযুক্ত নয় বলে গণ্য হবে।

বীজ বপন হার

- বীজ লাইনে বপন করুন। লাইনে বপন করলে বীজ কম লাগবে আর ফলনও বেশী হবে। লাইনে বপন করলে দেশী পাটের বেলায় একর প্রতি ২.৫-৩.০ কেজি এবং তোষা পাটের বেলায় ১.৫-২.০ কেজি বীজ বুনুন। ছিটিয়ে বপন করলে দেশী পাট ৩.৩-৪.৫ কেজি এবং তোষা পাট ২.৫-৩.৫ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়।
- কেনাফ ও মেস্তার বেলায় লাইনে বপন করলে একর প্রতি ৪.২৫-৪.৫০ কেজি এবং ছিটিয়ে বপন করলে ৪.৭৫-৫.০০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়।

প্রয়োজনে যোগাযোগ

পরিচালক (পরিকল্পণা, প্রশিক্ষন ও যোগাযোগ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটউট
মানিক মিয়া এভিনউ, ঢাকা-১২০৭।
ফোনঃ +৮৮০২-৯১১২৮৭৫
E-mail: infobjri@yahoo.com